আলমডাঙ্গায় দৈনিক সময়ের সমীকরণ পত্রিকার ১১তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপন

আলমডাঙ্গায় দৈনিক সময়ের সমীকরণ পত্রিকার ১১তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপন করা হয়েছে। গতকাল সোমবার সন্ধ্যায় পত্রিকার আলমডাঙ্গা কার্যালয়ে কেক কেটে ও সংক্ষিপ্ত আলোচনা সভার মাধ্যমে অনুষ্ঠানটি অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন সময়ের সমীকরণ পত্রিকার আলমডাঙ্গা ব্যুরো প্রধান খন্দকার হামিদুল ইসলাম আজম, দৈনিক মাথাভাঙ্গার ব্যুরো প্রধান রহমান মুকুল, দৈনিক পশ্চিমাঞ্চল পত্রিকার ব্যুরো প্রধান প্রশান্ত বিশ্বাস, দৈনিক খাসখবরের ব্যুরো প্রধান তানভীর সোহেল, দৈনিক মেহেরপুর প্রতিদিনের ব্যুরো প্রধান আতিক বিশ্বাস, দৈনিক লোকসমাজের আলমডাঙ্গা প্রতিনিধি ফিরোজ ইফতেখার, দৈনিক মাথাভাঙ্গার সহকারী ব্যুরো প্রধান শরিফুল ইসলাম রোকন এবং দৈনিক পশ্চিমাঞ্চলের সহকারী ব্যুরো প্রধান রানা আফিন্দি।

এছাড়াও অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আলমডাঙ্গা নাগরিক উন্নয়ন কমিটির সাধারণ সম্পাদক ডা. আব্দুল্লাহ আল মামুন, সাংগঠনিক সম্পাদক শরিফুল ইসলাম পিন্টু, কবি গোলাম রহমান, কবি সিদ্দিকুর রহমান, কবি হাবিবুর রহমান মজুমদার, জাহাঙ্গীর আলম, কিশোর কারনিকসহ আরও অনেকে।

দামুড়হুদায় দৈনিক সময়ের সমীকরণ পত্রিকার প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী

পালিত

চুয়াডাঙ্গা থেকে প্রকাশিত বহুল প্রচারিত দৈনিক সময়ের সমীকরণ পত্রিকার ১১ বর্ষে পদার্পণ উপলক্ষে দামুড়হুদায় প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালন করা হয়েছে। গতকাল সোমবার বেলা ১১টার দিকে দামুড়হুদা প্রেসক্লাব হলরুমে কেক কেটে প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপন করা হয়।

এ সময় অতিথিবৃন্দ বলেন, সময়ের সমীকরণ একটি পরিচ্ছন্ন ও তথ্যনিষ্ঠ দৈনিক। সঠিক তথ্যের ভিত্তিতে সংবাদ পরিবেশনের কারণে পত্রিকাটি পাঠকের আস্থা অর্জন করেছে। সততা ও নিষ্ঠার সঙ্গে এগিয়ে চললে একদিন পত্রিকাটি শীর্ষস্থানীয় দৈনিকে পরিণত হবে বলে তারা আশাবাদ ব্যক্ত করেন। পাশাপাশি বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ পরিবেশনের জন্য সাংবাদিক এবং পত্রিকার সঙ্গে জড়িত সকলকে ধন্যবাদ জানান।

অনুষ্ঠানে দৈনিক সময়ের সমীকরণ পত্রিকার দামুড়হুদা প্রতিবেদক মোজাম্মেল শিশিরের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) হুমায়ুন কবির। বিশেষ অতিথি ছিলেন দামুড়হুদা উপজেলা বিএনপির সভাপতি মনিরুজ্জামান মনির, দামুড়হুদা প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক তানজির ফয়সাল এবং ৮ নম্বর ওয়ার্ড বিএনপির সভাপতি আব্দুল মতিন।

এছাড়া উপস্থিত ছিলেন দামুড়হুদা প্রেসক্লাবের সহ-সভাপতি মিরাজুল ইসলাম মিরাজ, কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য তাছির আহমেদ, হাবিবুর রহমান, সাংবাদিক সমিতির সভাপতি হাফিজুর রহমান কাজল, সাধারণ সম্পাদক শাহজালাল বাবু, সদস্য জহিরুল ইসলাম, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী শাজাহান আলীসহ প্রেসক্লাবের অন্যান্য সাংবাদিক।

জীবননগরে দৈনিক সময়ের সমীকরণ পত্রিকার ১১তম প্রতিষ্ঠাবাষিকী

পালিত

“সততায় আমাদের শক্তি” এই স্লোগানকে সামনে রেখে দৈনিক ‘সময়ের সমীকরণ’ পত্রিকার ১১তম প্রতিষ্ঠাবাষিকী পালন করা হয়েছে।

গতকাল রবিবার বিকাল সাড়ে ৪টার সময় জীবননগর অফিসের আয়োজনে জীবননগরের হোটেল থ্রি স্টারে কেক কাটা ও আলোচনা সভার মধ্য দিয়ে এ প্রতিষ্ঠাবাষিকী পালন করা হয়। দৈনিক সময়ের সমীকরণ পত্রিকার জীবননগর ব্যুরো জাহিদ বাবুর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জীবননগর প্রেস ক্লাবের সভাপতি এম.আর. বাবু।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দৈনিক সময়ের সমীকরণ পত্রিকার সহকারী বার্তা প্রধান ফৈরদৌস ওয়াহিদ, জীবননগর প্রেস ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক নুর আলম, সাংবাদিক মাজেদুর রহমান লিটন, আকিমুল ইসলাম, এম.আই. মুকুল, একেএম মুজাহিদ, মুতাসিন বিল্লাহ, দৈনিক ‘সময়ের সমীকরণ’ পত্রিকার হাসদহ প্রতিনিধি রিপন হোসেন, উথলী প্রতিনিধি রাসেল হোসেন মুন্না, মহেশপুর প্রতিনিধি আঃ রহিম, জীবননগর শহর প্রতিনিধি তুহিনুজ্জামান প্রমুখ।

উক্ত অনুষ্ঠানটি সার্বিকভাবে পরিচালনা করেন দৈনিক সময়ের সমীকরণ পত্রিকার জীবননগর অফিসের সহকারী ব্যুরো প্রধান মিঠুন মাহমুদ।

অপরাজেয় বাংলাদেশ পত্রিকার সম্পাদক হওয়ায় ড. গাজী রহমানকে সংবর্ধনা প্রদান

মেহেরপুরের কৃতি সন্তান ড. গাজী রহমান অপরাজেয় বাংলাদেশ পত্রিকার সম্পাদক হিসেবে মনোনীত হওয়ায় নজরুল একাডেমির পক্ষ থেকে সংবর্ধনা প্রদান করা হয়েছে।

গত শুক্রবার (১৯ সেপ্টেম্বর) বিকাল সাড়ে চারটায় মেহেরপুর কবি নজরুল শিক্ষা মঞ্জিলে এই সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

অনুষ্ঠানে সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নবনিযুক্ত সম্পাদক, শিক্ষাবিদ, কবি ও গবেষক ড. গাজী রহমান। প্রধান অতিথি ছিলেন করমদি কলেজের অধ্যক্ষ ড. এমদাদুল হক এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নজরুল একাডেমীর সহ-সভাপতি ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব শহিদুল ইসলাম।

অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন গোপালপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় এর প্রধান শিক্ষক শাহিনা আক্তার, নজরুল একাডেমির সাধারণ সম্পাদক আনিছুর রহমান মাস্টার।

এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর সরকারি বালক বিদ্যালয়ের সাবেক শিক্ষক সুশীল কুমার, অক্সফোর্ড কিন্ডারগার্টেনের অধ্যক্ষ জানে আলমসহ জেলার শিক্ষক, কবি-সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিবর্গ।

প্রকাশিত সংবাদের প্রতিবাদ হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের

গত ২৭/০৪/২০২৫ তারিখে মেহেরপুর প্রতিদিন পত্রিকায় প্রকাশিত মেহেরপুর হাসপাতালে নারী ও শিশু ওয়ার্ডে চিকিৎসা বন্ধ শিরোনামে প্রকাশিত সংবাদের প্রতিবাদ জানিয়েছেন হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ।

আজ সোমবার মেহেরপুর ২৫০ শয্যা জেনারেল হাসপাতালের তত্ত্বাবধায়ক ডা.শাহারিয়া শায়লা জাহান প্রতিবাদ পত্র মেহেরপুর প্রতিদিনকে পাঠিয়েছেন।

প্রতিবাদ পত্রে তিনি বলেন, ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতাল মেহেরপুরের চিকিৎসক মাহবুবুর রহমানের সাথে রোগীর স্বজনদের সহিত কথাকাটাকাটি হয় এবং শিশু ও মহিলা ওয়ার্ডে চিকিৎসা সেবা বন্ধ ছিল উল্লেখ করে সংবাদ প্রকাশিত হয়। কিন্তু অত্র হাসপাতালের ৩য় তলায় শিশু ওয়ার্ডে চিকিৎসা সেবা বন্ধ ছিল না বা বর্তমানে বন্ধ নাই। হাসপাতালের ২য় তলায় মহিলা ও মেডিসিন ওয়ার্ডে রোগীর স্বজন ও স্থানীয় প্রভাবশালী লোকজনের প্রভাবে চিকিৎসাসেবা সাময়িকভাবে বিঘ্নিত হলেও চিকিৎসা সেবা বন্ধ ছিল না বা বর্তমানে বন্ধ নাই।

চুয়াডাঙ্গায় দৈনিক প্রাণের বাংলাদেশ পত্রিকার স্টাফ রিপোর্টারকে হুমকি

চুয়াডাঙ্গায় দৈনিক প্রাণের বাংলাদেশ পত্রিকার স্টাফ রিপোর্টার সোহাগ জোয়ার্দ্দারের উপর হামলার অভিযোগ উঠেছে।

এ বিষয়ে গত বৃহস্পতিবার চুয়াডাঙ্গা সদর থানায় একটি সাধারণ ডাইরি করা হয়েছে। সোহাগ জোয়ার্দ্দার ঢাকা থেকে প্রকাশিত দৈনিক প্রাণের বাংলাদেশ পত্রিকার স্টাফ রিপোর্টার হিসেবে ঢাকাতে কর্মরত আছেন। তিনি চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার নবগঠিত মাখালডাঙ্গা ইউনিয়নের দিননাথপুর গ্রামের আব্দুল মান্নানের ছেলে।

এ বিষয়ে সোহাগ জোয়ার্দ্দার বলেন বুধবার আমি চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার দিননাথপুর গ্রামের বটতালায় সন্ধ্যা সাতটায় সময় ইমান আলীর চায়ের দোকানে বসে ছিলাম হটাৎ কিছু এলাকায় বাইরের লোকজন এসে আমাকে অকথ্য ভাষায় গালি দেয়। আমি তাদের নিষেধ করলে তারা আমাকে প্রাণ নাশের এবং জখমের হুমকি দেয়।

এ বিষয়ে তিনি আরো বলেন এটি উদ্দেশ্য প্রণোদিত একটি ঘটনা এবং এরা সকলে স্থানীয় চেয়ারম্যানের লোকজন বলে দাবি করেন তিনি। এক পর্যায়ে তারা উত্তেজিত হলে স্থানীয় লোকজনের সহায়তায় আমি রক্ষা পায়। এই বিষয়ে আমি পরের দিন বৃহস্পতিবার সকাল এগারোটার সময় দিননাথপুর গ্রামের হোসেন ছেলে বাবুল (৫৫) কে প্রধান অভিযুক্ত করে চুয়াডাঙ্গা সদর থানায় ১২ জনের বিরুদ্ধে সাধারণ ডাইরি করেছি।

এ বিষয়ে চুয়াডাঙ্গা সদর থানার অফিসার ইনচার্জ শেখ সেকেন্দার আলী বলেন, চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার দিননাথপুরে একজন সাংবাদিকের উপর হুমকির অভিযোগ উঠেছে। এ বিষয় চুয়াডাঙ্গা সদর থানায় একটি সাধারণ ডাইরি করেছে তিনি। তদন্ত সাপেক্ষে আমরা এটির ব্যবস্থা নিব।

দামুড়হুদায় দৈনিক সকালের খোঁজখবর পত্রিকার প্রতিনিধিদের সাথে মতবিনিময় সভা

চুয়াডাঙ্গা থেকে প্রকাশিত দৈনিক সকালের খোঁজখবর পত্রিকার প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ শুক্রবার দুপুর ৩টার সময় সকালের খোঁজখবর পত্রিকার আয়োজনে দামুড়হুদা আবাসিক হোটেল এন্ড কমিউনিটি সেন্টারে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

দামুড়হুদা প্রেসক্লাবের সভাপতি এম নুরুন্নবী’র সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পত্রিকার প্রকাশক ও সম্পাদক হারুনার রসিদ পান্না, প্রধান আলোচক ছিলেন দৈনিক সকালের খোঁজখবর পত্রিকার ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক সোহেল রানা।

অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দৈনিক সময়ের সমীকরণ পত্রিকার দামুড়হুদা প্রতিবেদক মোজাম্মেল শিশির, দৈনিক পচিমঞ্চল প্রত্রিকার দামুড়হুদা প্রতিনিধি আরিফুল ইসলাম মিলন, মেহেরপুর প্রতিদিন প্রত্রিকার দামুড়হুদা প্রতিনিধি রকিবুল হাসান তোতাসহ উপস্থিত ছিলেন আমন্ত্রিত অতিথি বৃন্দ ও বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আগত প্রতিনিধি বৃন্দ।

অনুষ্ঠানে প্রধান আলোচক দৈনিক সকালের খোঁজ খবর পত্রিকা’র ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক সোহেল রানা বলেন, আপনারা সাংবাদিক জাতির বিবেক, আপনাদের সকলের কাছ থেকে বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ আশা করি। কোন ভুল ভাল সংবাদ পরিবেশন করবেন না। দৈনিক সকালের খোঁজখবর পত্রিকায় এক সময় আমি আপনাদের মতো প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করেছি। আজ আমি ভারপ্রাপ্ত সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করছি। আপনাদের সবার আন্তরিকতা থাকলে সকালের খোঁজখবর পত্রিকা এক সময় জনপ্রিয়তার শীর্ষে অবস্থান করবে। অনুষ্ঠানের শুরুতেই পবিত্র কুরআন থেকে তেলওয়াত করেন অত্র

পত্রিকার দামুড়হুদা প্রতিনিধি জাহাঙ্গীর আলম মানিক।

অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন দৈনিক পচিমাঞ্চল পত্রিকার দর্শনা প্রতিনিধি চঞ্চল মেহমুদ।

মেহেরপুরকে সমৃদ্ধ করতে পত্রিকাটিকে বেশি ভূমিকা রাখতে হবে

মেহেরপুরকে সমৃদ্ধ করতে মেহেরপুর প্রতিদিনকে বেশি বেশি ভূমিকা রাখতে রাখতে হবে। জেলার শিক্ষা,শিল্প, সাহিত্য, সংস্কৃতি, মুক্তিযুদ্ধ ও উন্নয়ন তুলে ধরে পথ্রিকাটিকে গণমানুষের মুখপাত্র হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। দৈনন্দিন সংবাদের পাশাপাশি অনুসন্ধানমুলক সংবাদ পরিবেশন করে পাঠকের হৃদয়ে ঠায় করে নিতে হবে। জেলার উন্নয়ন অনিয়ম দুর্ণীতি, কৃষি, শিক্ষা সার্বিক বিষয় তুলে আনারও তাগিদ দেওয়া হয়।

মেহেরপুর প্রতিদিনের সপ্তম বর্ষে পদার্পন উপলক্ষে আয়োজিত আলোচনা সভায় এসব মতামত তুলে ধরেন জেলার বিশিষ্টজনেরা।

গতকাল বুধবার (২৭ মার্চ) মেহেরপুর প্রতিদিনের সভাকক্ষে এই আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিলের আয়োজন করা হয়। মেহেরপুর প্রতিদিনের প্রকাশক ও আনিশা গ্রুপের চেয়ারম্যান শিল্পপতি এমএএস ইমন আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন।

পত্রিকার ব্যবস্থাপনা সম্পাদক মাহাবুব চান্দুর সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন সম্পাদক ইয়াদুল মোমিন।

আলোচনা সভায় মেহেরপুর জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান অ্যাডভোকেট মহা: আব্দুস সালাম বলেন, মেহেরপুরের শিক্ষা সংস্কৃতি কৃষ্টি কালচার ধারণ করে মেহেরপুর প্রতিদিন ছয় বছর পার করে আজ ৭ বছরে পা রেখেছে, এই শুভক্ষণে অভিনন্দন শুভেচ্ছা ও জানাচ্ছি। নানাধরণের প্রতিকুলতা

পার করে আজ মেহেরপুর প্রতিদিন এখন আলোর পথে পৌছেছে। ইলেক্ট্রিনিক মিডিয়ার যুগে কাগজের চাহিদা কমে গেছে। কিন্তু তার পরেও কাগজের পত্রিকার চাহিদা রয়ে গেছে। আজ যুগের পরিবর্তন হয়েছে। আমরা সর্বহারাদের সেই যুগ থেকে আলোর পথে এসেছি। যে ছেলেটি রাতে বিছানা থেকে হারিয়ে যেতো সকালে পত্রিকার মাধ্যমে তার লাশের খবর পেতাম। সেই দুর্বিষহ অবস্থা এখন আর নেই। সেখান থেকে আমরা এখন অনেকদুর এগিয়ে এসেছি।

পৃথিবীর বড়বড় দেশগুলোতে এখন ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া একটি যায়গায় পৌছেছে। সেখানে মানুষ কাগুজে পত্রিকা আর পড়তে চাইনা। কিন্তু পক্ষান্তরে দেখা গেছে কাগুজে পত্রিকা আগের যায়গাই আছে। আমরা যতই পার করিনা কেনো প্রয়োজনীয়তা আমাদের সবকিছু রয়ে গেছে। প্রকাশনার শুরুতে মেহেরপুর প্রতিদিন আমাদের সমাজের দর্পণ হিসেবে এসেছিল। আজকের বাস্তবতায় এই পত্রিকাটি ঠিক সেই যায়গায় আছে। মেহেরপুরকে সমৃদ্ধ করতে মেহেরপুর প্রতিদিনকে বেশি বেশি ভূমিকা রাখতে রাখতে হবে।

তিনি বলেন, আমাদের সমাজে বড় বাধা মাদক, জঙ্গিবাদ ক্যসিনো। তারপরেও এগিয়ে যেতে হবে। সকল প্রকার দূর্ণীতি, অন্যায় অনিয়মের বিরুদ্ধে সোচ্চার ভূমিকা পালন করতে হবে। মেহেরপুরের সংস্কৃতিকে তুলে ধরতে হবে। এছাড়া জেলার সঙ্গীত, নাট্য, যাত্রাসহ নানাদিক তুলে ধরতে হবে, যাতে আগামীতে পত্রিকাটি জেলার মানুষের মনের অভাব দুর করে।

বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ প্রফেসর হাসানুজ্জামান মালেক বলেন, সংবাদপত্র এবং সাংবাদিকতা খুব গুরত্বপূর্ণ কাজ। এটি সহজ কোনো কাজ নয়। এখানে অনেক কিছুই জানার আছে। কিন্তু আমরা নানা কারনে সেটি ধরে রাখতে পারিনি। ন্বাধীনতা উত্তরকালে এজেলাতে অনেক বিজ্ঞজন সাংবাদিকতা করে গেছেন। সাপ্তাহিক মুজিবনগর, পরিচয়, পশ্চিমাঞ্চল ও দৈনিক মেহেরপুর পত্রিকা প্রকাশ হয়েছে। কিন্তু নানা কারনে সেগুলো টিকে থাকতে পারিনি। সেখানে মেহেরপুর প্রতিদিন নানা ধরনের সমস্যা মোকাবিলা করে আজ সপ্তম বর্ষে পা রেখেছে।

তিনি বলেন, অনলাইনের যুগে প্রিন্ট পত্রিকা আজ হুমকির মুখে। প্রিন্ট পত্রিকা প্রকাশ এখন চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

মেহেরপুরের ইতিহাস ও ঐতিহ্য আছে। কিন্তু নানা কারনে আমরা ধরে রাখতে পারিনি। সাহষ সংগ্রাম সংকল্পের পথ ধরে পত্রিকাটি এগিয়ে

যাচ্ছে।
তিনি বলেন, এই জেলাতে শিল্প সাহিত্য সংস্কৃতি পৃষ্ঠপোষকতার অভাব রয়েছে।জেলাতে অনেকের টাকা পয়সা আছে। কিন্তু সেসব লোক অন্য যায়গায় খরচ করতে অভ্যস্ত। সাহষ, সম্পৃতি, সম্পর্কের সাথে অনেক দুর এগিয়ে যাবে এবং সমাজকে বদলে দেওয়া ও পরিবর্তন করাসহ সামাজিক, ভ্রাতিক, শিল্প, সাহিত্য সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের প্রত্যয় নিতে হবে।

জেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান আলহাজ্ব গোলাম রসুল বলেন, মেহেরপুর প্রতিদিন বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ পরিবেশন করে থাকে। ভয় করলে হবেনা, সাহষিকতার সাথে আগামীতে পত্রিকাটি তাদের স্বকীয়তা ধরে রাখবে। মেহেরপুর প্রতিদিন বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ পরিবেশন করে মানুষের মন জয় করেছে। আগামীতেও বস্তুনিষ্ঠ, সত্য সংবাদ পরিবেশন করে সুনাম অর্জন করবে।

মাহফুজুর রহমান রিটন বলেন, হাটিহাটি পাপা করে মেহেরপুর জেলাসহসহ আশেপাশের জেলাগুলোতেও যায়গা করে নিয়েছে পত্রিকাটি। পত্রিকাটি আগামীতে অন্যায়ের বিরুদ্ধে কথা বলবে, দেশের উন্নয়ন তুলে ধরবে, শিক্ষা সংস্কৃতি তুলে ধরবে ও মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে কথা বলবে।

তিনি বলেন, সততা ও সাহসিকতার সাথে বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ তুলে ধরে। পত্রিকার মাধ্যেম মেহেরপুরের হারিয়ে যাওয়া বিষয়গুলো তুলে ধরবে এছাড়া জেলার উন্নয়ন তুলে ধরবে।

তিনি বলেন, মানুষের মধ্যে অশুভ একটা ছায়ার মধ্যে পড়ে আছে। এই অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করবে এই প্রত্যাশা করছি।

বিশিষ্ট কবি ও প্রাবান্ধিকগাজি রহমান বলেন,মেহেরপুর প্রতিদিন অনেকটাই পরোয়া না করে চলে। মেহেরপুর প্রতিদিন শীরদাঁড়া খাড়া করে চলার প্রবনতা ধরে রেখেছে। অন্যায়ের বিরুদ্ধে ডোন্ট কেয়ার মনভোব লক্ষ করা যায় পত্রিকাটির মধ্যে।
আমরা কেউ বিদ্যাসাগর বা নজরুল হতে পারবোনা। তবে, তাদের অনুকরণ করতে পারবো।

মেহেরপুর প্রতিদিনের প্রকাশক এমএএস ইমন বলেন,জনগনের মুখপাত্র শ্লোগান নিয়ে প্রতিষ্ঠিত দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলের জনপ্রিয় পত্রিকায় পরিণত হয়েছে মেহেরপুর প্রতিদিন। মেহেরপুর প্রতিদিন তিলে তিলে ছয় বছর পার করেই আজকের এই অবস্থানে পৌছেছে।

তিনি বলেন, স্বাধীনতার সূতিকার মেহেরপুর জেলার পত্রিকা প্রকাশের পথচলা শুরুটায় ছিল নানা জটিলতা। তিনি বলেন এখন মিডিয়া ইমেজ নাই বললেই চলে। এখন ফেসবুকে পেজ খুলেই সাংবাদিক হয়ে যাচ্ছে। মেহেরপুর প্রতিদিন মেহেরপুরে ইতিহাস সৃষ্টি করেছে। সততা ও সাহসিকতার সাথেই মেহেরপুর প্রতিদিন এগিয়ে যাবে। তিনি বলেন হোটেল আটলান্টিকা, অনলাইন জুয়াসহ নানা অসঙ্গতি তুলে ধরায় অনেকে হোঁচট খেয়েছে তারা। মেহেরপুর প্রতিদিন তার স্বকীয়তা বজায় রেখে মেহেরপুরে একটি বিপ্লব ঘটাবে। অন্যায়ের বিরুদ্ধে কলম ধরবে। ভালোবাসা ও পাশে থাকার জন্য জেলার সকল শ্রেনী পেশার মানুষকে অনুরোধ করেন।

সিনিয়র সাংবাদিক রফিক উল আলম বলেন, শুরু থেকে মেহেরপুর প্রতিদিন অত্যন্ত সাহষিকতার সাথে সংবাদ পরিবেশন করে আসছে। তারা কোনো সংবাদ পরিবেশনের ক্ষেত্রে ঝোল টানাটানি করেনা। পত্রিকাটি আগামীতে দূঢ়তার সাথে এগিয়ে যাবে এই প্রত্যাশা করেন তিনি।

বীর মুক্তিযোদ্ধা ক্যাপ্টেন অব আব্দুল মালেক বলেন, মেহেরপুর প্রতিদিনের সকল দৈনতা কাটিয়ে আগামীতে স্ব মহিমায় এগিয়ে যাবে।

কান্ট্রি এডিটরস ফোরামের নতুন কমিটি গঠন

দেশের স্বনামধন্য পত্রিকা, টেলিভিশন ও অনলাইন নিউজপোর্টালগুলোর দায়িত্বপ্রাপ্ত মফস্বল ডেস্ক ইনচার্জদের নিয়ে গঠিত কান্ট্রি এডিটরস ফোরামের দুই বছর মেয়াদি নতুন কমিটি গঠন করা হয়েছে।

গত মঙ্গলবার রাজধানীর অদূরে আমিন বাজার এলাকার মধুমতি মডেল টাউনের লেকভিউ রিসোর্টে সংগঠনটির ফ্যামিলি ডে ও সাধারণ সভা শেষে এই কমিটি গঠন করা হয়।

আগের কমিটির মেয়াদ পূর্ণ হয়ে যাওয়ায় সাধারণ সভায় সর্বসম্মতিক্রমে নাগরিক টেলিভিশনের সাখাওয়াত হোসেনকে সভাপতি নির্বাচিত করা হয়। এর আগে সংগঠনটির সভাপতি ছিলেন ডেইলি সানের আকতার হোসেন।

সহ-সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন এনটিভির মনিরা রুমি ও আজকের পত্রিকার সৈয়দ মঈনুল হক। দ্বিতীয়বারের মতো সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পেয়েছেন যমুনা টেলিভিশনের আসিফ আহসানুল। যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক করা হয়েছে ঢাকা পোস্টের মাহাবুর আলম সোহাগ ও যুগান্তরের নাঈমুল করীম নাঈমকে। সাংগঠনিক সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন জাগো নিউজের আনোয়ার হোসেন। এবারও অর্থ সম্পাদকের দায়িত্ব পেয়েছেন প্রতিদিনের বাংলাদেশের রাকিব খান এবং পুনরায় দফতর সম্পাদকের দায়িত্ব পেয়েছেন মাছরাঙা টেলিভিশনের সজিব সাদিক।

এছাড়া টেলিভিশন চ্যানেল নিউজ২৪-এর সুমন তালুকদার প্রচার সম্পাদক, আরটিভির রাসেল আহমেদ সাংস্কৃতিক সম্পাদক ও সময় টেলিভিশনের কামাল শাহরিয়ারকে প্রশিক্ষণ বিষয়ক সম্পাদক করা হয়েছে।২১ সদস্য বিশিষ্ট কমিটির কার্যকরী সদস্যরা হলেন, সাবেক সভাপতি মোহাম্মদ আক্তার হোসেন, প্রথম আলোর তুহিন সাইফুল্লাহ, বিপ্লব কুমার পাল (সাবেক একুশে টিভি), ইন্ডিপেন্ডেন্ট টিভির নজরুল ইসলাম তমাল, বণিক বার্তার একরামুল ইসলাম বিপ্লব, চ্যানেল ২৪-এর তানিম রহমান, ডিবিসির জান্নাতুন মাওয়া, রাইজিংবিডির জাহাঙ্গীর আলম বকুল ও এখন টিভির সাবিত সারোয়ার।

একইসঙ্গে দুই সদস্য বিশিষ্ট উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করা হয়েছে। উপদেষ্টারা হলেন, অনলাইন নিউজপোর্টাল ঢাকাপোস্ট.কম এর সম্পাদক ও যুগান্তরের যুগ্ম সম্পাদক মহিউদ্দিন সরকার ও একাত্তর টেলিভিশনের সহযোগী প্রধান বার্তা সম্পাদক পলাশ আহসান

মেহেরপুর প্রতিদিন গণমানুষের পত্রিকা হয়ে উঠেছে

দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের জনপ্রিয় দৈনিক মেহেরপুর প্রতিদিন পত্রিকার পঞ্চম বর্ষপূর্তি ও অর্ধযুগে পদার্পণ উপলক্ষে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা, কেক কাটা ও শুভেচ্ছা বিনিময়সহ দিনব্যাপী নানা আয়োজন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল শনিবার (১৮ই মার্চ) সকাল ১০টায় মেহেরপুর পৌর শহরের

কমিউনিটি সেন্টার থেকে একটি বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার মধ্যে দিয়ে দিনের কর্মসূচি শুরু হয়। পরে শোভাযাত্রাটি বিভিন্ন সড়ক ঘুরে মেহেরপুর প্রতিদিন কার্যালায়ে এসে শেষ হয়।

এরপর মেহেরপুর প্রতিদিন কার্যালয়ে কেক কাটা ও কয়েক পর্বের শুভেচ্ছা বিনিময় অনুষ্ঠিত হয়। মেহেরপুর প্রতিদিন পত্রিকার ব্যবস্হাপনা সম্পাদক মাহাবুব চান্দুর সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন সাবেক ছাত্রনেতা, আনিশা গ্রুপের চেয়ারম্যান, মেহেরপুর প্রতিদিনের প্রকাশক এম এ এস ইমন এবং মেহেরপুর প্রতিদিনের সম্পাদক ইয়াদুল মোমিন।

বিভিন্ন পর্বের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান এ্যাড. আব্দুস সালাম, জেলা বিএনপি’র সভাপতি ও সাবেক সংসদ সদস্য মাসুদ অরুন, অবসরপ্রাপ্ত ক্যাপ্টেন (বীর মুক্তিযোদ্ধা) আব্দুল মালেক, মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সহসভাপতি আব্দুল মান্নান, জেলা বিএনপির সহসভাপতি আব্দুর রহমান, পৌর বিএনপির সভাপতি জাহাঙ্গীর বিশ্বাস, সম্পাদক আব্দুর রহিম, গাংনী সরকারি মহিলা ডিগ্রি কলেজের অধ্যক্ষ খোরশেদ আলম, ছহিউদ্দিন ডিগ্রি কলেজের অধ্যক্ষ একরামুল আজিম, মেহেরপুর জেলা প্রেসক্লাবের সভাপতি ও সিনিয়র সাংবাদিক তোজাম্মেল আযম, মেহেরপুর সরকারি কলেজের অধ্যাপক আবদুল্লাহ আল আমিন ধূমকেতু, ছহিউদ্দীন

ডিগ্রি কলেজের সহকারী অধ্যাপক ফররুখ আহমদ উজ্জ্বল, গাংনী সরকারি মহিলা ডিগ্রি কলেজের সহকারী অধ্যাপক ও গাংনী প্রেসক্লাবের সাবেক সভাপতি রমজান আলী, বিশিষ্ট সাংস্কৃতিকজন শামীম জাহাঙ্গীর সেন্টু, স্বেচ্ছাসেবকলীগ নেতা মোস্তাফিজুর রহমান চন্দন সহ প্রমুখ।

শুভেচ্ছা বক্তব্য প্রদানের সময় মেহেরপুর প্রতিদিনের সম্পাদক ইয়াদুল মোমিন বলেন, শত সঙ্কটের মধ্যে দিয়ে প্রতিনিয়ত মেহেরপুর প্রতিদিন বের হচ্ছে। দৈনিক সকালে পাঠকদের হাতে তুলে দেওয়া একটা যুদ্ধ। এই যুদ্ধ অতীতের মতো ভবিষ্যতেও আমারা জয় করবো।

মেহেরপুর প্রতিদিনের প্রকাশক এম এ এস ইমন বলেন, মেহেরপুরের মানুষের দীর্ঘদিনের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য মেহেরপুর প্রতিদিনের জন্ম। অনেক চড়াই উৎড়ায় পেরিয়ে মেহেরপুর প্রতিদিন আজকের অবস্থানে। মেহেরপুর প্রতিদিন এগিয়ে যাবে বহুদূরে সেই কামনা করি।

মেহেরপুর জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান এ্যাড. আব্দুস সালাম বলেন, মেহেরপুরে পূর্ববর্তী সময়ে অনেক পত্রিকা বের হয়েছিল কিন্তু বেশিদিন স্থায়ীত্ব পায়নি। তবে এই মেহেরপুর প্রতিদিন পত্রিকা হাটিহাটি পাপা করে আজ ৬ বছরে পদার্পন করেছে। মেহেরপুর প্রতিদিনের উত্তরোত্তর সাফল্য কামনা করি।

সন্ধ্যায় শুভেচ্ছা জানাতে এসে জেলা বিএনপির সভাপতি ও সাবেক সংসদ সদস্য মাসুদ অরুন বলেন, মেহেরপুর প্রতিদিন গণমানুষের কথা বলে, যার ফলে পাঠকপ্রিয়তা পেয়েছে। গণমানুষের কথা বলতে গিয়ে মেহেরপুর প্রতিদিন ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে মামলার শিকার হয়েছে। মেহেরপুরের মত পশ্চাৎপদ জেলা থেকে একটি দৈনিক নিয়মিত প্রকাশ করা অনেক কঠিন একটি কাজ। মেহেরপুর প্রতিদিনের প্রকাশক, সম্পাদকসহ ব্যবস্থাপনা

বোর্ডের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় এটি সম্ভব হচ্ছে। পত্রিকাটি তার নীতিতে অবিচল থেকে গণমানুষের কাগজে পরিণত হবে এই প্রত্যাশা করি।

বিভিন্ন সময় শুভেচ্ছা বিনিময় করেন অথিথিরা। অবসরপ্রাপ্ত ক্যাপ্টেন (বীর মুক্তিযোদ্ধা) আব্দুল মালেক বলেন, মেহেরপুর প্রতিদিন পত্রিকা সবসময় গণমানুষের পক্ষে কথা বলবে এবং মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় এগিয়ে যাবে সেই প্রত্যাশা করি।
মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি আব্দুল মান্নান বলেন, মেহেরপুর প্রতিদিন সমাজের নানা অসংগতি তুলে ধরে সংবাদ প্রকাশ করে আসছে যার ফলে পাঠকের রাস্তার কাগজে পরিণত হয়েছে। তাদের এই ধারাবাহিকতা রক্ষা করে সমাজের নানা সমস্যা তুলে ধরবে এই প্রত্যাশা করি।

গাংনী সরকারি মহিলা ডিগ্রি কলেজের অধ্যক্ষ খোরশেদ আলম বলেন, একসময় আমাদের স্হানীয় সংবাদ গুলো প্রকাশ করার মতো কোন পত্রিকা ছিলোনা কিন্তু আজ মেহেরপুর প্রতিদিন রয়েছে এবং সবসময় বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ প্রকাশ করছে। এটা আমাদের জন্য গর্বেরও বটে।

ছহিউদ্দিন ডিগ্রি কলেজের অধ্যক্ষ একরামুল আজিম বলেন, আজকে মেহেরপুর প্রতিদিন আগামীর পথে নতুন নতুন সাফল্য অর্জন করবে সেটাই আমার কামনা।

মেহেরপুর জেলা প্রেসক্লাবের সভাপতি ও সিনিয়র সাংবাদিক তোজাম্মেল

আযম বলেন, মেহেরপুর প্রতিদিন সংবাদপত্রে যেভাবে লেখা হচ্ছে তা মহাকালের কাছে লেখনীর মানদণ্ডে হয়তো ইতিহাস সৃষ্টি করবে।

মেহেরপুর সরকারি কলেজের অধ্যাপক আবদুল্লাহ আল আমিন ধূমকেতু বলেন, শুধু মেহেরপুর জেলা নয় দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলের ১০টি জেলায় মেহেরপুর প্রতিদিনের অসংখ্য দর্শক সৃষ্টি হয়েছে। মেহেরপুর প্রতিদিনের জন্ম হয়েছে গৌরবতম স্থানে তাই এটি সারাদেশে গৌরবের জায়গায় স্থান করে নেবে।

বিশিষ্ট সাংস্কৃতিকজন শামীম জাহাঙ্গীর সেন্টু বলেন, আজকের মেহেরপুর প্রতিদিন অর্ধযুগে পদার্পন করলো। যুগ যুগ ধরে মেহেরপুর প্রতিদিন পাঠকদের সঠিক সংবাদ উপহার দিবে এটাই আমার প্রত্যাশা।

গাংনী সরকারি মহিলা ডিগ্রি কলেজের সহকারী অধ্যাপক ও গাংনী প্রেসক্লাবের সাবেক সভাপতি রমজান আলী বলেন, আমি শিক্ষকতার পাশাপাশি সাংবাদিকতা করি। সেই ধারাবাহিকতায় আমি শেখার জন্য নিয়মিত মেহেরপুর প্রতিদিন পড়ি।

গণমাধ্যমকর্মীদের মধ্যে এনটিভির মেহেরপুর প্রতিনিধি রেজ আনাউল বাসার তাপস, মোহনা টিভি প্রতিনিধি ফারুক হোসেন, গাংনী উপজেলা প্রেস ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক নুরুজ্জামান পাভেল, গাংনী প্রেস ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক মাহবুব আলম, লাখোকণ্ঠ প্রতিনিধি রফিকুল ইসলাম, মোস্তাফিজুর রহমান শেরখান, আমাদের অর্থনীতির প্রতিনিধি মাসুদ রানা, সমাজের কথার প্রতিনিধি সোমেল রানা, মুহাম্মদ মহসীন, বাংলা টিভির প্রতিনিধি আক্তারুজ্জামান, আজকালের খবরের প্রতিনিধি কামরুল ইসলাম, ডালিম সানোয়ার, ওবায়দুল্লাহ সাদিক, আবু রায়হান নিরব, নাসিম হাসান, আসিফ ইকবাল শুভ, এস এম তারেক সহ অনেকেই।